বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
www.bhtpa.gov.bd
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

৩.১ পরিচিতি

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) রয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ২৮ (আটাশ) টি হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক(এসটিপি)/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে ৪ (চার) টি পার্কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে। বাকী পার্কগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৩.১.১ রূপকল্প (Vision): বাংলাদেশে আইটি/হাই-টেক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশ।

৩.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো/স্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিনিয়োগের অনুকূল ও টেকসই পরিবেশ এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের ইকোসিস্টেম তৈরির লক্ষ্যে সকল সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।

৩.২ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলি

আইটি /আইটিইএস সেক্টরে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত বিনিয়োগ অবকাঠামো এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মূল দায়িত্ব। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশে বিনিয়োগ অবকাঠামো হিসেবে হাই-টেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;
- বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা;
- হাই-টেক পার্কে বিশ্বমানের বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়ার টেকনোলজি পার্কে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ;
- হাই-টেক সেক্টরের এবং পার্কের বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- সরকারি হাই-টেক পার্কের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন উৎসাহিত করণ;
- হাই-টেক সেক্টরের জন্য বিনিভিন্ন ফিসক্যাল, নন-ফিসক্যাল প্রণোদনাসহ বিনিয়োগের উপযুক্ত পলিসি, গাইডলাইনস ও আইন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন পার্কে স্টার্ট আপদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিতকরাসহ দেশে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলা;
- হাই-টেক পার্ক বাস্তবায়নে বোর্ড অব গভর্নরস, নির্বাহী কমিটি, ডিজিটাল টাস্কফোর্সসহ বিভিন্ন জাতীয় কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

৩.৩ প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল

প্রশাসনিক কাঠামোতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক (২ জন), উপ-পরিচালক (৪ জন) সহ মোট অনুমোদিত জনবল ৭৬ জন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৭০ জন, যাদের মধ্যে ১-১০ গ্রেডভুক্ত ১৭ জন ও ১১-২০ গ্রেডভুক্ত ৫৩ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ০৬টি, যার মধ্যে ১-১০ গ্রেডের ০৩ জন ও ১১-২০ গ্রেডের ০৩ জন।

৩.৪ অভ্যন্তরীন/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সমূহ:

ক) চলতি অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টারে সু-শাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
খ) দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে চলতি অর্থ বছরের ৩য় কোয়ার্টারে।
গ) গত ২৩/০১/২০২০ তারিখ The Art of the Startup বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ৩০/০১/২০২০ তারিখে সেবা সহজিকরণ উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
ঘ) গত ১৪-১৯ মে, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ভিডিও কনফারেন্স (জুম এ্যাপ) এর মাধ্যমে Zone Management Training অনুষ্ঠিত হয়।
ঙ) গত ২৩/০৫/২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স (জুম এ্যাপ) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর প্রবিধানমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
চ) গত ২৮/০৫/২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স (জুম এ্যাপ) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর বিনিয়োগ ও ওএসএস সম্পর্কিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
ছ) গত ১৫/০৬/২০২০ তারিখে বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হতে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা- ১৯ (উনিশ) জন।

৩.৫.১ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার
অনুন্নয়ন	২৩.০০	২২.২০	৯৬.৫২%
উন্নয়ন	৩৩২.৯৮	২৯৯.০৭৬২	৯০%

৩.৫.২ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

মোট আপত্তি	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিষ্পত্তি	মোট নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট আপত্তি
৮৭	৬	৩৪	৫৩

৩.৬ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইনসমূহ নিম্নরূপ:

ক। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (সংশোধিত -২০১৪)
খ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১
গ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫
ঘ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮
ঙ। বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা সম্পর্কিত গাইডলাইন, ২০১৫
চ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯
ছ। হাই-টেক পার্কের জন্য স্থান নির্বাচন সম্পর্কিত গাইড লাইন, ২০২০ (খসড়া)

৩.৭ বার্ষিক কর্মসম্পদান চুক্তি

একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন

চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বছরভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। তিনটি কৌশলগত (যথা: অবকাঠামো উন্নয়ন; দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন) উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তিনটি কৌশল গত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন হার ৯৯.৭৫%।

৩.৭.১ বার্ষিক কর্মসম্পদান চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন ২০২০ পর্যন্ত

- আইটি/হাই-টেক পার্কের জন্য ৯,০৬,০০০ বর্গফুট স্পেস নির্মাণ
- আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের জন্য ৮৪,০০০ বর্গফুট স্পেস নির্মাণ
- সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭টি ল্যাব স্থাপন
- আইটি কোম্পানীসমূহের মধ্যে বরাদ্দযোগ্য স্পেস হতে ৫,০০,০০০ বর্গফুট স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- আইটি বিষয়ে ১৬,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান

৩.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অর্জন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর প্রায় সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং যথাসময়ে প্রমাণক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যথাসময়ে নৈতিকতা কমিটির সভা এবং অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস বিধিমালা ২০১৯ এবং জমি নির্বাচন গাইডলাইন (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। উত্তম চর্চার তালিকা যথাসময়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের ফোকাল কর্মকর্তা নির্ধারণপূর্বক তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন ও চর্চা, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ, সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য পরিচ্ছন্ন টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) চালুকরণ এবং সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের জন্য অভিযোগ/পরামর্শ বক্স চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল প্রকল্পের অধিকাংশ ক্রয় প্রক্রিয়া ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এর মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানসহ বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ইভেন্টের প্রেসবিজ্ঞপ্তি আপলোড করা হচ্ছে।

৩.৯ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রির জনবলের চাহিদার দিক বিবেচনা করে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৫,০০০ (পঞ্চান্নো হাজার) এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে ১৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ইতোমধ্যে (২০২০ সাল পর্যন্ত) ১৬,০০০ (ষোল হাজার)-জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতু-বন্ধন তৈরি করছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী নিশ্চিত এবং গবেষণার সুযোগ তৈরির জন্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এপর্যন্ত মোট ২৭টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করেছে। আরো ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আইটি খাতে মানবসম্পদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ নাটোরে ১টি 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' ও রাজশাহীতে ১টি 'শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' স্থাপন করেছে। আরো ১০টি স্থানে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নতুন উদ্যোক্তাগণ যাতে নতুন আইডিয়া বিকাশের মাধ্যমে সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে পারে সেজন্য চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে *'আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর'* স্থাপন করা হচ্ছে।

৩.১০ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর গুরুত্বপূর্ণ অর্জন (২০১৯-২০ অর্থবছরে)

১। শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধন করেন।

২। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন হাই-টেক পার্ক এর অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ **WITSA GLOBAL ICT EXCELLENCE AWARDS -2019** পুরস্কার অর্জন করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এবং ICT সেক্টরের বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

৩। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন পার্কে **১৩,০০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান** হয়েছে।

৪। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত **১৬,০০০ জনকে আইটির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান** করা হয়েছে।

৫। ৯৫ টি আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানের Company Certification প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ৮০ টি প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেশন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে; ১৫ টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত প্রায় ১৩.১৫ লক্ষ বর্গফুট স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে এবং ব্যবসায়ের উপযোগী করে প্রায় ৫.৪১ লক্ষ বর্গফুট স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার পার্কে ১১০টি কোম্পানীকে স্পেস/জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৭। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এসব কোম্পানীর বিনিয়োগ প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা। পার্কগুলোতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। চালুকৃত পার্কগুলো হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৪.১৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

৮। দেশের প্রথম Bio-Tech কোম্পানি হিসেবে Oryx Bio-Tech Ltd. কে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ১.৬৫ লক্ষ বর্গফুট রেডি স্পেসসহ ২৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৯। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ২০টি প্রতিষ্ঠানকে জমি এবং স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১০। শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহীতে ০৭টি প্রতিষ্ঠানকে ১০,২০০ বর্গফুট রেডি স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

১১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট এ ০২টি প্রতিষ্ঠানকে ৪০০০ বর্গফুট রেডি স্পেস এবং ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে ১২ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ।

১২। ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইনের আওতায় দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারীকে ১৪৮ ধরনের সেবা প্রদান করা হয় এবং এসব সেবা সমূহের মধ্যে ১০ ধরনের সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। এপর্যন্ত ২৫০+ টি সেবা স্টেকহোল্ডারগণকে প্রদান করা হয়েছে।

১৩। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অর্জন ও সাফল্য বিবেচনায় তারিখে আন্তর্জাতিক ISO 9001:2015 সার্টিফাইড হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সকল কাজে ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করছে বিধায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন পার্কে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছে।

১৪। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষিতে নিজেদেরকে দক্ষ করে তোলার জন্য ২৭টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ প্রযুক্তির বিশেষায়িত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

১৫। ইতোমধ্যে ১০০টির অধিক স্টার্টআপকে ১ (এক) বছর মেয়াদী ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন পার্কে ১ (এক) বছর মেয়াদী ইনকিউবেশন সুবিধা প্রদান চলমান আছে। প্রতিটি পার্কে একটি ফ্লোর স্টার্ট-আপদের জন্য বিনামূল্যে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

৩.১১ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আইসিটি খাতকে অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে চিহ্নত করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ) ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ৯ ও ১৭ পূরণের জন্য আইটি/আইটিইএসের জন্য বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দায়িত্ব পালন করছে।

৩.১১.১ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারা দেশে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন কেন্দ্র স্থাপন করছে। এডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

এসডিজির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্য অর্জনে ব্যবস্থা গ্রহণ (প্রকল্প / প্রোগ্রাম))	অর্জনের অগ্রগতি * (জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২০)	আইন, নীতি, কৌশল, পরিকল্পনা, সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
লক্ষ্যমাত্রা [৯.বি]: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গার্হস্থ্য প্রযুক্তি বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সমর্থন করে অন্তর্ভুক্ত শিল্প বৈচিত্র্যকরণ এবং পণ্যগুলিতে মূল্য সংযোজনের জন্য অনুকূল নীতি পরিবেশ নিশ্চিত করে।	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ) কর্তৃক বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈর; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট এর প্রয়োজনীয় সকল প্রাথমিক অবকাঠামো তৈরি করেছে। একই সাথে ১২ টি জেলায় আইটি পার্কের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে; ৮টি জেলাতে আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এ আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর সেন্টার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	১) শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোরে: এই পার্কে ৪৮ টি আইটি সংস্থার ব্যবসা চলছে। ২) জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক: পার্কটিতে ১৪টি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান এবং ১০টি স্টার্টআপ কাজ করছে। আরো ৪০টি স্টার্টআপকে কো-স্পেস দেওয়া হয়েছে। ৩) বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর: প্লট এবং ৬,০০,০০০ বর্গফুট স্পেস বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত এবং ৩৭ টি আইটি প্রতিষ্ঠানকে এই পার্কে বিনিয়োগ করার জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ৪) সিলেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগের জন্য সকল প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্ত ও বিনিয়োগকারীদের জন্য জমি প্রস্তুত। ৫) চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এ আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর; ৮ (আট) টি শেখ কামাল আইটি প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন কেন্দ্র এবং ১২ টি (বার)	(১) বিএইচটিপি এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা। (২) এইচটিপি / এসটিপিতে ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট গাইড লাইন প্রনয়ন। (৩) এইচটিপি / এসটিপি জমি নির্বাচন সংক্রান্ত গাইডলাইন। (৪) প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য গাইডলাইন। (৫) শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টইয়ার টেকনোলজি এর কোর্স কারিকুলাম এর গাইড লাইন হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হতে উপরে বর্ণিত নীতিমালা , আইন এবং কৌশল প্রনয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।	

এসডিজির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্য অর্জনে ব্যবস্থা গ্রহণ (প্রকল্প / প্রোগ্রাম))	অর্জনের অগ্রগতি * (জানুয়ারি ২০১৬ থেকে জুন ২০২০)	আইন, নীতি, কৌশল, পরিকল্পনা, সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
		জেলায় আইটি পার্কের কাজ চলমান রয়েছে। ৬) বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি -২ প্রকল্পের আওতায় বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির ৯৭ একর জমির উন্নয়নের কাজ চলছে ৭) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭টি বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরো কিছু ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।		

৩.১১.২ এসডিজি এম অ্যান্ড ই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী অগ্রগতি:

এসডিজির লক্ষ্য বাংলাদেশের জাতীয় নীতিমালা সমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএইচটিপিএ সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নে এসডিজিকেও বিবেচনা করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা	**সূচক**	**তথ্যের ভিত্তি**	**বেসলাইন ডেটা (বছর)**	**২০২১ সালের মাইলস্টোন**	**অগ্রগতি (জুন ২০২০)**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
লক্ষ্যমাত্র [৯.বি]: উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গার্হস্থ্য প্রযুক্তি বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সমর্থন করে অন্তর্ভুক্ত শিল্প বৈচিত্র্যকরণ এবং পণ্যগুলিতে মূল্য সংযোজনের জন্য অনুকূল নীতি পরিবেশ নিশ্চিত করে।	[৯.বি.১] মাঝারি এবং উচ্চ-প্রযুক্তি শিল্প মানের সংখ্যার সাথে মোট মূল্য যুক্ত হয়েছে।	আইসিটি বিভাগ/ বিবিএস	-	২০২১ সালের মধ্যে ৮ (আট)টি আইটি পার্ক / প্রশিক্ষণ ও ইনকিউবেশন সেন্টার চালু হবে এবং পার্কগুলিতে প্রায় ৩০,০০০ কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।	বিভিন্ন এইচটিপি / এসটিপি এবং আইটি প্রশিক্ষণ এবং ইনকিউবেশন সেন্টারে প্রায় ১৫০০০ জনের কর্মসংস্থান তৈরি করা হয়েছে।	** বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস / জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান সমূহ শীঘ্রই উৎপাদন শুরু হবে

৩.১১.৩ চ্যালেঞ্জসমূহ:

- ❖ দক্ষ জনশক্তি
- ❖ পার্ক সমূহ পরিচালনার জন্য জনবলের অভাব;
- ❖ জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা;
- ❖ নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া;
- ❖ বিনিয়োগ বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ;

৩.১১.৪ করনীয়: বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক একটি নতুন সম্ভবনাময় ব্যবসায়িক ক্ষেত্র। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলা করার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা জরুরী প্রয়োজন। হাই-টেকপার্ক কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পার্কগুলিতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য সঠিক গাইডলাইন, নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করা আবশ্যক।

৩.১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনার তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর এ ২৩২ একর জমিতে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১৭.০৬.১৯৯৯ (বিনিয়োগ বোর্ডের ১২তম সভায়)	গাজীপুরের কালিয়াকৈর ৩৫৫ একর জমিতে 'বঙ্গবন্ধুহাই-টেকসিটি', স্থাপন করা হয়েছে। ৩৯টি হার্ডওয়্যার ও ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীকে স্পেস/জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে যশোরে একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের ঘোষণা দেন।	২৭.১২.২০১০ (যশোর সফরকালে)	যশোর জেলায় ১২.১৩ একর জমির উপর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৮সফটওয়্যা ও বিপিও কোম্পনীকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
দেশে সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে কারওয়ানবাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ার কে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে রুপান্তরের ঘোষণা দেন।	৩.০৮.২০১০(ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সের ১ম সভা)	ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে' ১৪টি আইটি/আইটিইএস কোম্পানী ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
রাজশাহীতে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের ঘোষণা দেন।	২৪.১১.২০১১ (রাজশাহী জেলার মাদ্রাসা মাঠে বক্তব্য প্রদানের সময়)	রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নবীনগর মৌজায় ৩০.৬৭ একর জমিতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী' নামে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে।
আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে হাই-টেক পার্ক স্থাপন করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে হাই-টেক পার্ক স্থাপন করতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	বিভাগীয় শহরসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবংনির্মান কাজ চলমান আছে।

৩.১২.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ছবি:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর এর উদ্বোধন

শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী এর উদ্বোধন

৩.১৩ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের দৈনন্দিন দাপ্তরিক প্রায় সকল কার্যক্রম ই-ফাইলিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে ই-ফাইল বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৭০ শতাংশ যা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.১৪ ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স

৩.১৪.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ১ম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সিদ্ধান্ত-(৫.২.৩): মহাখালীতে আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য জমি থাকা বস্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	মহাখালী আইটি ভিলেজ সংক্রান্ত ৩৮১৪/১২ রীট পিটিশনটি বর্তমানে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব নাঈমা হায়দার এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব খিজির আহমেদ চৌধরীর সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চে শুনানীর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। বর্তমানে শুনানির বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

৩.১৪.২ ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ২য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৯.১: কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক সংলগ্ন বিটিসিএল এর ৯৭.৩৩ একর জমি হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর অনুকূলে বিনামূল্যে/টোকেন মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে। (বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)	বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈর সংলগ্ন বিটিসিএল এর ৯৭.৩৩ একর জমি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর অনুকূলে প্রতীকিমূল্যে (১,০১,০০০/-, এক লক্ষ এক হাজার টাকা) দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত ৯৭.৩৩ একর জমিতে মোট ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৯.২: দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর অনুকূলে বিনামূল্যে/টোকেন মূল্যে সরকারী খাস জমি প্রদান করতে হবে। (বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা এবং হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ)	ইতোমধ্যে দেশের ১৯টি জেলায় জমি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো অন্যান্য জেলায় জমি বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পাওয়ার বিষয়টি। এছাড়াও যে সকল জেলা থেকে জমির প্রস্তাব এসেছে তা বিনামূল্যে/টোকেনমূল্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
৯.৩: বেসরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনে ঋণ হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর জন্য বিশেষ বাজেট রাখতে হবে। (বাস্তবায়নে: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)	বেসরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনে ঋণ হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ পত্র প্রেরণ করা হলে উক্ত বিভাগ হতে বেসরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনে ঋণ হিসেবে অর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত তহবিল/ফান্ড গঠন ও পরিচালনার বিষয় একটি নীতিমালা/গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আদেশ মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৯.৫: জাপানসহ অন্যান্য উন্নত দেশের বিনিয়োগকারীদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে (জি টু জি, জি টু বি এবং বি টু বি) বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রন জানাতে হবে। (বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বিনিয়োগ বোর্ড)	জাপানের বাজারে বাংলাদেশের আইটি পণ্যসমূহকে আকৃষ্ট করণের লক্ষ্যে জাপান আইটি উইক এ প্রতিবছর বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষসহ আইসিটি বিভাগের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। জাপানসহ অন্যান্য উন্নত দেশের বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়।
৯.৮: আগামী ৩ বৎসরে আইসিটি খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে ৫৭,০০০ এবং পরোক্ষভাবে ৪৩,০০০ মোট ১,০০,০০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রেস গ্র্যাজুয়েট এর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এখনই ঢাকা বা ঢাকার আশেপাশে এসটিপি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (বাস্তবায়নে: হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়)	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত ০৩ (তিন) টি পার্কে ৩০২৯ জন ও ১২ টি বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ৫৫৬১ জন এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর আওতায় প্রদানকৃত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৪৭৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত ১৩,০৬৬ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগমী ৫ বছরের মধ্যে বর্ণিত পার্কসমূহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে। এবং পার্কসমূহ সম্পূর্ণরূপে চালু হলে প্রায় ১,০০,০০০ কর্মসংস্থান হবে।
৯.১৩: যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশী বাজার সম্প্রসারণে সেলস কনসালটেন্ট / বিজনেস ডেভলপমেন্ট কনসালটেন্ট নিয়োগ করতে হবে।	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন বাড়াতে মার্কেটিং কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা এবং কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(বাস্তবায়নে: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)।	প্রতি বছর জাপানে আইটি উইক-এ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে জাপানি বিনিয়োগকারীগণ বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। এছাড়া বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন দেশে রোড শো, সেমিনার আয়োজন করা হয়।

৩.১৫ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ক) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প
খ) 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' নাটোর এর সম্প্রসারণ প্রকল্প
গ) শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অফ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প
ঘ) ১১টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন
ঙ) ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন
চ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ
ছ) সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-২, কাওরানবাজার, ঢাকা
জ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
ঝ) বিভাগ/জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন হাই-টেক পার্কে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
ঞ) বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-৩ (৬৬ একর) এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
ট) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি) এর ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প
ঠ) বাংলাদেশ-ভারত আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন

৩.১৬ আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট

৩.১৬.১ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ: বাংলাদেশের হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জেলা পর্যায়ে আইটি/ হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) প্রকল্পের আওতায় জাপানে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫০ জনের একটি দলকে প্রেরণ করা হয়। জাপানের ফুজিৎসু রিসার্চ ইন্সটিটিউটে ডাটা সায়েন্স, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, রবোটিক্স, ব্লক চেইন এবং সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে ৯০ দিন ব্যাপি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উপলক্ষ্যে এক শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভা গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বাংলাদেশের হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনাড়ম্বর এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি।

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে এয়ার টিকিট বিতরণ করছেন মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

৩.১৬.২ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে গত ২৫ আগস্ট ২০১৯ আইসিটি টাওয়ারের অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আইসিটি বিভাগের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ। আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। বঙ্গবন্ধুর সাথে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রি: এ জীবন উৎসর্গকারী শহীদ কর্ণেল জামিল এর কন্যা বেগম আফরোজা জামিল কঙ্কা আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ, এমপি এবং সাবেক সচিব ও বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কিউরেটর জনাব নজরুল ইসলাম খান আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসিবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি

৩.১৬.৩ ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আয়োজনে টানা তিন দিন অনুষ্ঠিত হয় 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯'। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বকে নিজেদের সক্ষমতা জানান দিতে পেরেছে বলে মনে করছেন আয়োজকরা। এক্সপো-এর ৮টি জোনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিলো রোবোটিক জোন। এই জোন শিক্ষার্থীদের তৈরি রোবটের পদচারণায় মুখর ছিলো পুরো এক্সপো জুড়ে। এই এক্সপোতে উচ্চতর প্রযুক্তির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে ১২টি সেমিনার। তথ্য প্রযুক্তিতে অবদান রাখার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়েছে সম্মাননা-স্মারক। স্বনামধন্য প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সর্বশেষ প্রযুক্তি প্রদর্শন করেছে তাছাড়া প্রযুক্তিপণ্য কেনারও সুযোগ ছিলো এবারের এক্সপোতে। দেশের সনামধন্য ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০১৯ এর নলেজ পার্টনার হিসেবে অংশ নিয়েছে।

হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে অ্যাওয়ার্ড নাইটের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯

৩.১৬.৪ বাংলাদেশ ইকোনমিক ফোরাম ২০১৯ এ অংশগ্রহণ: বাংলাদেশের সাথে GCC ভুক্ত দেশসমূহের দ্বিমুখী বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এর লক্ষ্য নিয়ে দুবাইয়ে গত সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ইকোনমিক ফোরাম ২০১৯। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর পক্ষ থেকে ফোরামে বাংলাদেশের বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ, সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) জনাব হোসনে আরা বেগম এনডিসি।

দুবাইয়ে বাংলাদেশ ইকোনমিক ফোরাম ২০১৯-এ বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) জনাব হোসনে আরা বেগম এনডিসি

৩.১৬.৫ ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে যশোরের 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে 'তথ্যপ্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতা ও সম্ভাবনা'' শীর্ষক কর্মশালা গত ২৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত সফটওয়্যার পার্কে বিনিয়োগকারী আইটি/আইটিইএস কোম্পানিসমূহের উৎপাদিত উদ্ভাবনী সেবাসমূহ ব্র্যান্ডিং এবং এক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্য নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) জনাব হোসনে আরা বেগম এনডিসি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কর্মশালার প্রধান আলোচক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি। প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহন করেন মান্যবর ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীমতি রীভা গাঙ্গুলী দাস। তিনি তার বক্তব্যে সফটওয়্যার শিল্পে বাংলাদেশের দ্রুত অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং এ শিল্পে বাংলাদেশ-ভারত আগামীতে যৌথভাবে কাজ করতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

'তথ্যপ্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতা ও সম্ভাবনা'' শীর্ষক কর্মশালায় মান্যবর ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীমতি রীভা গাঙ্গুলী দাস-কে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিএইচটিপিএ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব)

যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের কাযক্রম পরিদর্শন করছেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

৩.১৬.৬ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট' এর নামফলক উন্মোচন: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ এমপি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি গত ২৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট-এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তারা 'হাই-টেক পার্ক, সিলেট' থেকে সদ্য নাম পরিবর্তন হওয়া 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট'-এর নাম ফলক উন্মোচন করেন। ওই দিনেই একই এলাকায় নির্মানাধীন 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এরপর প্রকল্প এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে একটি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) জনাব হোসনে আরা বেগম এনডিসি, সিলেট বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট- এর নাম ফলক উন্মোচন

৩.১৭ পুরস্কার ও সম্মাননা:

৩.১৭.১ WITSA 2019 আন্তর্জাতিক এওয়ার্ড অর্জন: ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন হাই-টেক পার্ক এর অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ **WITSA GLOBAL ICT EXCELLENCE AWARDS -2019** পুরস্কার অর্জন করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এবং ICT সেক্টরের বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভান-এ গত অক্টোবর, ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত তথ্য প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সম্মেলন World Congress On Information Technology (WCIT) 2019-তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে এবং ICT সেক্টরের বিকাশে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

WITSA GLOBAL ICT EXCELLENCE AWARDS -2019

৩.১৭.২ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (ISO Certified)

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর অর্জন ও সাফল্য বিবেচনায় গত ২৫/০২/২০১৯ খ্রি: তারিখে আন্তর্জাতিক ISO 9001:2015 সার্টিফাইড হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০১৯-২০) সার্টিফিকেশন পুনরায় হালনাগাদ করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সকল কাজে ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করছে বিধায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন পার্কে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছে।

৩.১৮ প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

৩.১৮.১ প্রকল্পের পরিচিতি:

১।	নাম	কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্প	
২।	মেয়াদ	জুন ২০১৩- ডিসেম্বর ২০২০	
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩৯৪১৪.৮১ টাকা	
		GOB	২৯৪৭.১১ টাকা
		PA	৩৬৪৬৭.৭০ টাকা

i. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক) কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে আইসিটি ও অন্যান্য জ্ঞান ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা জন্য বিশ্বমানের বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি।

খ) পার্কের নাম করা আইসিটি কোম্পানীর বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য যথোপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা।

গ) প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও ফার্ম পর্যায়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

ঘ) হাই-টেক পার্কের সাথে সম্পার্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

ii. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র.	বিষয়	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী	ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধন করেছেন।	ভবনে ইতোমধ্যে ৫টি আইটি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
২	খুলনা আইটি ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ভবনটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৮৫% নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	নভেম্বর/২০২০ এর মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হবে।
৩	চট্রগ্রাম সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিংগাপুর-ব্যাংকক মার্কেটের ৬-১১ তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ হচ্ছে। ইতোমধ্যে নির্মান কাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে।	সেপ্টেম্বর/২০ এর মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হবে
৪	সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেয়ায়িত ল্যাব স্থাপন	বিশ্ববিদ্যালয় হতে দক্ষ এবং ইন্ডাস্ট্রি উপযোগী জনবল তৈরী ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।	৩১ টি স্থাপিত হবে।
৫	মানব সম্পদ উন্নয়ন	এ প্রকল্পের আওতায় ৩৯৩০ জনের প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৬৫০ জনের প্রশিক্ষন চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরদের মধ্যে ৩৭% মহিলা । উল্লেখ্য, প্রায় ১৪০০ জনকে ভেন্ডর সার্টিফাইড প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সফটওয়ার টেকনোলজি পার্কের টেন্যান্টদের চাহিদা অনুযায়ীও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও হাই-টেক পার্ক ব্যবস্থাপনা এবং পিপিপি বিষয়ে ১৪০ জন সরকারি কর্মকর্তাকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	
৬	প্রমোশনাল কার্যক্রম ও ওয়ার্কশপ সেমিনার	হাই-টেক পার্ক সমূহে অবস্থিত ট্যেনান্ট ফার্ম এবং স্টার্ট আপদের তাঁদের সম্ভাবনাময় ক্রেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বৈদেশিক বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়াও, আইটি ফার্ম ও স্টার্ট আপদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।	

শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী

খুলনা আইটি ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত সিংগাপুর-ব্যাংকক মার্কেটের ৬-১১ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক

৩.১৮.২ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী''	
মেয়াদ	জুলাই,২০১৬ হতে জুন, ২০২১ খ্রি:	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	২৮৭১১.০৮ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)

i. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

- রাজশাহীতে জ্ঞানভিত্তিক আইটি ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করা।
- দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্টকরণের নিমিত্ত ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- নতুন আইটি উদ্যোক্তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।
- কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

ii. **উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

- প্রকল্পের ২ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট এমপিবি (মাল্টি পারপাস ভবন) এর নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে এবং যার আনুমানিক ৬০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ডিপ টিউবওয়েল ও বহিঃস্থ পানি সরবরাহ, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং- সংক্রান্ত কাজ প্রায় ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে।
- সাব- স্টেশন ও জেনারেটর ভবন, সীমানা প্রাচীর/ফেন্সী নির্মাণ এবং গেইট ও ব্যারাক নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ প্রায় ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে AR/VR/MR ল্যাব স্থাপন কাজ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Internet of Things (IoT) ল্যাব স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- 'Supply, Installation, Testing & Commissioning of 2000 KVA (500KVAx4) Generator' সংক্রান্ত কাজটির প্রায় ৩০% সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের এমপিবি নির্মাণ সংক্রান্ত চলমান

প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

৩.১৮.৩ প্রকল্প পরিচিতি:

নাম	'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট, এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প।
মেয়াদ	০১-০১-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০২১ইং
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস জিওবিঃ ৩৩৬৪২.৪৯ লক্ষ টাকা ।

i. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

- হাই-টেক পার্ক/ইলেকট্রনিক্স সিটির সহায়ক প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ;
- বিশ্বমানের বিনিয়োগ পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আইটি/আইটিএস প্রতিষ্ঠান এবং ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানকে পার্কে আকৃষ্টকরণ;
- আইসিটি পেশাজীবীদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরী করা এবং

ii. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- আইটি বিজনেস সেন্টার (প্রশাসনিক ভবন) নির্মাণ কাজ ৯২% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ডিপ টিউবওয়েল, পানি সরবরাহ সিস্টেম ও পানির পাম্প নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
- আর.সি.সি ব্রিজ নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩৩/১১ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজ ৮৫% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গ্যাস সংযোগ স্থাপন (৩০ কি.মি.) ২৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বৈদ্যুতিক সংযোগ সিলেট থেকে প্রকল্প এলাকা (৩০ কি.মি.) নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গেইট হাউজ নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ইউটিলিটি ভবন নির্মাণ নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে।

আইটি বিজনেস সেন্টার (প্রশাসনিক ভবন)

প্রবেশ পথ

ব্রিজ

৩.১৮.৪ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	"শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন"প্রকল্প।
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস: পরিমান জিওবি: ৫৩৩.৫৪ (কোটি টাকা)

i. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আইটিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা।
- একাডেমিয়া এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা।
- আইটি/আইটিইএস সম্পর্কিত খাতে বাংলাদেশের যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ii. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- মাগুরায়আইটিট্রেনিং ও ইনকিউবেশভবনের নির্মান কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৮২%।
- ভবন নির্মান কাজের বর্তমান অগ্রগতি বরিশালে ৮১%, সিলেটে ৭৫ %, কুমিল্লায় ৭২%, নাটোরে ৫২% এবং নেত্রকোণায় ৩৭%
- চট্টগ্রাম ও রংপুর পীরগঞ্জে কাজের জন্য চুক্তি সম্পন্ন ও কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- এ পর্যায়ে ৫০০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, ২১০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

বরিশালে নির্মিতব্য ভবন

মাগুরায় নির্মিতব্য ভবন

সিলেটে নির্মিতব্য ভবন

কুমিল্লায় নির্মিতব্য ভবন

নাটোরে নির্মিতব্য ভবন

নেত্রকোনায় নির্মিতব্য ভবন

৩.১৮.৫ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) প্রকল্প	
মেয়াদ	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	**আর্থিক উৎস**	**পরিমাণ**
	জিওবি	২৫২৪০.০৭ লাখ টাকা
	প্রকল্প সাহায্য	১৫৪৪০০.১৪ লাখ টাকা
	মোট	**১৭৯৬৪০.২১ লাখ টাকা**

i. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আইটি পার্কের অবকাঠামো স্থাপন।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- আইটি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে স্থানীয় ও বৈদেশিক কোম্পানীকে আকৃষ্টকরন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার তরুণ-তরুনীকে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

ii. প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট

- প্রতিটি পার্কে ৭তলা মাল্টিট্যানেন্ট ভবন (১,০৫,০০০বর্গফুট);
- প্রতিটি পার্কে ৩তলা ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার ভবন (২১,০০০ বর্গফুট)।
- ৮টি পার্কে ডরমিটরি ভবন (১৮০০০ বর্গফুট)
- ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব স্থাপন

জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্কের স্কিমেটিক ডিজাইন

৩.১৮.৬ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, চুয়েট	
মেয়াদ	জুলাই,২০১৭ হতে জুন, ২০২১ খ্রি:	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৯৪২৫.৬৫ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)

i. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান;
- বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইটি শিল্প এর মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- ভৌত অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি তৈরি করা।

ii. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ১০ তলা ইনকিবেশন ভবনের ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন।
- ৪ তলা বিশিষ্ট ২ টি ডরমিটরি ভবনের (পুরুষ ও মহিলা) ৪ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে, এখন ব্রিক এর কাজ সহ অন্যান্য কাজ চলছে।
- ৬ তলা মাল্টিপারপাস ভবনের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন।

১০ তলা ইনকিউবেশন ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান

৬ তলা মাল্টিপারপাস ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান

৪ তলা বিশিষ্ট ২ টি ডরমিটরি (পুরুষ ও মহিলা) ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান

৩.১৮.৭ প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	"বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ"প্রকল্প।
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ -ডিসেম্বর ২০২২
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস: পরিমান জিওবি: ৩৪৪.৪২ (কোটি টাকা)

i. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- কালিয়াকৈরস্থ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর জমিতে হাই-টেক শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়ক প্রাথমিক অবকাঠামো যেমন অভ্যন্তরীণ রাস্তা,ভূমি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট এবং গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ।
- দেশী/ বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ii. উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ভূমি উন্নয়ন কাজের বর্তমান অগ্রগতি ২৫%।
- সেবা ভবন নির্মাণ কাজের বর্তমান অগ্রগতি ৮%।
- ৩৩/১১ কেভিএ সাব-ষ্টেশন নির্মাণের জন্য গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং উক্ত কাজের ঠিকাদারকে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখ সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়।

সেবা ভবন নির্মাণ